বাংলা বানান-২

তানহি খান তানহা

ণত্ব-বিধান ণত্ব বিধি

ষত্ব-বিধান বা ষত্ব বিধি

ণ-বিষয়ক যে বিধান

ষ- বিষয়ক যে বিধান

ণ

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে ‘ণ/ ষ’ ব্যবহার করার নিয়মকেই বলা হয় ণত্ব ও ষত্ব বিধান

ণত্ব-বিধান ণত্ব বিধি নিয়ম-১

ঋণ, ভূষণ, অন্বেষণ, অরণ্য, রণ ঘৃণা, বর্ণ ইত্যাদি

ঋ, র, ষ এই তিনটি বর্ণের পর তৎসম শব্দের দন্ত্য ‘ন’ মূধন্য ‘ণ’ হয়।

ট বর্গের পূর্বে দন্ত্য ‘ন’ মূর্ধন্য ‘ণ’ হয়

বণ্টন, লুণ্ঠন, খণ্ড ইত্যাদি

ক বর্গীয় ধ্বনি	ক, খ, গ, ঘ, ঙ
চ বর্গীয় ধ্বনি	চ, ছ, জ, ঝ, ঞ
ট বর্গীয় ধ্বনি	ট, ঠ, ড, ঢ, ণ
ত বর্গীয় ধ্বনি	ত, থ, দ, ধ, ন
প বর্গীয় ধ্বনি	প, ফ, ব, ভ, ম

ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ঘণ্টা	কণ্ঠ	কাণ্ড	টুণ্ঢ (ন্যাড়া)	ক্ষুণ্ণ

নিয়ম-৩

ঋ, র, ষ-এর পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, ষ, হ অথবা ং (অনুস্বার) থাকলে তার পরবর্তী দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়।

ঋ র ষ +

- কৃপণ
- অর্পণ
- হরিণ
- লক্ষণ

নিয়ম-৩

- প্র, পরি, পরা, নির এই চারটি উপসর্গের পর ‘ণ’ হয়।

- যেমন: প্রণয়, পরিণয়, পরিণতি, নির্ণয় ইত্যাদি

কতোগুলো শব্দে স্বভাবতই ণ হয়

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ

বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা

কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পূণ্য বেণী

ফণী অণু বিপণি গণিকা

আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি

গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ

চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফোণি বণিক গুণ

গণনা পিণাক পণ্য বাণ

ব্যাখ্যা: চাণক্য - প্রসিদ্ধ কূটনীতিজ্ঞ পণ্ডিত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী । মাণিক্য - রত্ন। গণ - হিন্দু পৌরাণিক দেবতা শিব ও পার্বতীর অনুচরবৃন্দ। সমূহ, সমষ্টি; বহুবচন বুঝাতে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয় । বাণিজ্য – পণ্য বা সেবা অথবা উভয়ের আদান প্রদান। মণ - এক প্রকারের পরিমাপের একক। বেণু - বাঁশি বা বাঁশের বাঁশি। বীণা - সপ্ততারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। কঙ্কণ - কাঁকন, স্ত্রীলোকদের হাতের অলংকার বিশেষ। কণিকা - ক্ষুদ্র অংশ। শোণিত - রক্ত। মণি - রত্ন। স্থাণু - হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি মতে মহাদেবের অপর নাম, শাখাহীন বৃক্ষ বা গাছের গুঁড়ি। বেণী - কেশ বিন্যাস বিশেষ। ফণী - ফণাবিশিষ্ট, সাপ । বিপণি, বিপণী - বিক্রয়কেন্দ্র বা দোকান। গণিকা - বেশ্যা বা পতিতা। আপণ দোকান। নিপুণ - দক্ষ। ভণিতা - কবিতার আরম্ভে মাঝে বা শেষে কবির নামযুক্ত উক্ত; (ব্যঙ্গে) অনাবশ্যক ভূমিকা। পাণি হাত। গৌণ – অপ্রধান। কোণ - দুই সরলরেখার মিলন স্থান। ভাণ - সংস্কৃত রূপক-নাটকবিশেষ। পণ প্রতিজ্ঞা। শাণ - অস্ত্রাদিতে ধার দিবার যন্ত্র বা পাথর। চিক্কণ - সুপারি গাছ; মসৃণ, চকচকে। নিক্কণ - বীণা, নূপুর প্রভৃতির তীক্ষ্ণ ও মধুর ধ্বনি বা ঝংকার। তূণ - বাণ বা শর রাখার আধার। কফণি, কফোণি - কনুই । পিণাক - শিবের ধনুক

ণ-ত্ব হবে না যখন

সর্বনাম দুর্নীতি দুর্নাম দুর্নিবার পরনিন্দা অগ্রনায়ক

সমাসবদ্ধ শব্দে ণত্ব বিধান খাটে না। অর্থাৎ, সমাসের মাধ্যমে গঠিত শব্দে ‘ণ’ হয় না, ‘ন’ হয়।

ণ-ত্ব হবেনা যখন

ক বর্গীয় ধ্বনি	ক, খ, গ, ঘ, ঙ
চ বর্গীয় ধ্বনি	চ, ছ, জ, ঝ, ঞ
ট বর্গীয় ধ্বনি	ট, ঠ, ড, ঢ, ণ
ত বর্গীয় ধ্বনি	ত, থ, দ, ধ, ন
প বর্গীয় ধ্বনি	প, ফ, ব, ভ, ম

ত-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হলে কখনোই ‘ন’, ‘ণ’ হয় না।

অর্থাৎ, ত, থ, দ, ধ, ন- এদের সঙ্গে যুক্ত হলে সেটা ‘ন’ হবে।

ত	থ	দ	ধ	ন
দন্ত	গ্রন্থ	বৃন্দ	বন্ধন	অন্ন

গুরুত্বপুর্ণ বানান

প্রেরণা	মূল্যায়ন	মনোহারিণী
তোরণ	গবেষণা	নেত্রকোনা
হরিণ	বীণাপাণি	করণীয়
প্রণয়ন	কল্যাণীয়েষু	নিবারণ
দূষণ	কারণ	ধরণি/ ধরণী
অভ্যন্তরীণ	শরণ	প্রণয়
ব্যাকরণ	উত্তরণ	বিভীষণ
প্রেরণ	বর্ণনা	ত্রিহায়ণ
উচ্চারণ	অন্বেষণ	নিরূপণ
নির্ণয়	নির্নিমেষ	পরগনা

ষত্ব-বিধান বা ষত্ব বিধি

ষ- বিষয়ক যে বিধান

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে ‘ষ’ ব্যবহার করার নিয়মকেই বলা হয় ষত্ব বিধান

ষত্ব-বিধান – নিয়ম ০১

অ/আ ছাড়া অন্য স্বরধ্বনি এবং ক,র-এর পরের ‘স’, ‘ষ’ হয়।

ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ, ক, র- এদের পরে স থাকলে তা ষ হয়।

ভবিষ্যৎ (ভ+অ+ব+**ই+ষ**+য+ত্)

মুমূর্ষু (ম+উ+ম+ঊ+**র+ষ**+উ)

চক্ষুষ্মান (চ+অ+ক+ষ+**উ+ষ**+ম+আ+ন)

চিকীর্ষা (চ+ই+ক+ঈ+**র+ষ**+আ

ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পরে প্রায়ই ষ হয়।

অভিসেক> অভিষেক

সুসুপ্ত> সুষুপ্ত

অনুসঙ্গ> অনুষঙ্গ

প্রতিসেধক> প্রতিষেধক

প্রতিস্থান> প্রতিষ্ঠান

বিসম> বিষম,

সুসমা> সুষমা

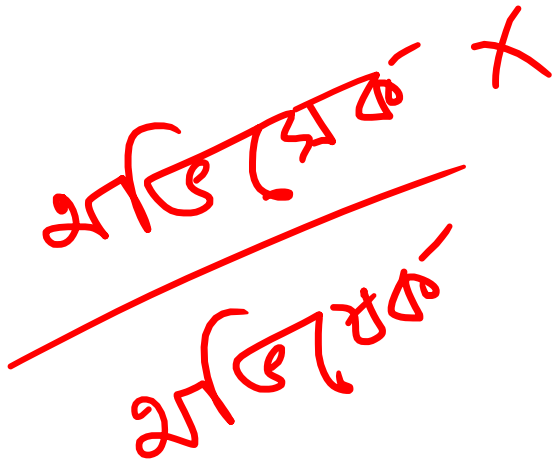

ঋ ও র-এর পরে ষ হয়

ঋষি, কৃষক,তৃষ্ণা, উৎকৃষ্ট, বৃষ্টি, দৃষ্টি, কৃষ্টি, সৃষ্টি, বর্ষা ,বর্ষণ

ট ও ঠ-র সঙ্গে যুক্ত হলে ষ হয়

কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ

পুরুষ কষ্ট

র ধ্বনির পরে যদি অ আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার

পরে ষ হয়

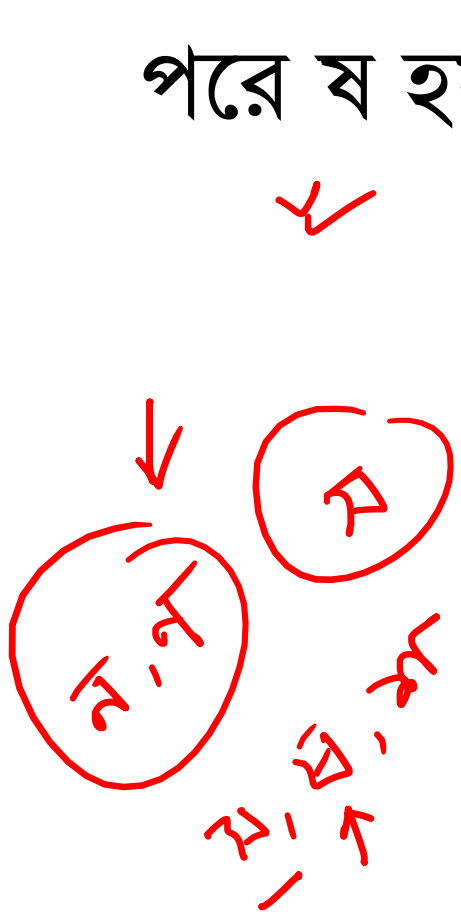

(i)	পুরস্কার	পুরষ্কার
(ii)	পরিষ্কার	পরিস্কার
(iii)	তিরস্কার	তিরষ্কার
(iv)	আবিষ্কার	আবিস্কার

কতোগুলো শব্দে স্বভাবতই ষ হয়

অ= অভিলাষ

ঈ= ঈষৎ

ঔ= ঔষধ, ঔষধি

ত= তোষণ

প= পাষন্ড, পাষাণ, পোষণ, পৌষ

ম= মানুষ

শ= শোষণ

ষ= ষোড়শ, ষড়যন্ত্র, ষটচক্র

আ= আষাঢ়, আভাষ

ঊ= ঊষা, ঊষর

ক= কলুষ, কোষ

দ= দ্বেষ

ভ= ভাষা, ভাষ্য, ভাষণ, ভূষণ

র= রোষ

স= সরিষা

নবম-দশম

ষড়ঋতু আষাঢ় পৌষ ঊষা

মানুষ কোষ ভাষা ভূষণ ভাষণ

পাষাণ কলুষ ষড়যন্ত্র দ্বেষ রোষ ঔষধ

ষ হয়না যখন

বিদেশি, খাঁটি বাংলা শব্দে কখনোই ‘ষ’ হয় না।

যেমন- করিস, দেশি, মিশি, আবাস

জিনিস, পোশাক, মাস্টার, পোস্ট,

ইত্যাদি।

ষ হয়না যখন

যেসব শব্দের শেষে ‘সাৎ’ শব্দাংশটি আছে, সেখানে সাৎ বানানে ষ হয় না। যেমন- অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ

প-ষ

ঘ-ষ) [illegible]

মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন

অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা যাবে না।

যেমন: ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি s ধ্বনির জন্য স এবং -sh, -sion, -ssion, tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে

যেমন:

পাসপোর্ট, বাস

ক্যাশ

টেলিভিশন

মিশন, সেশন

রেশন, স্টেশন

ঊর্ধ্ব-কমা

ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে।

দুই'জন
দু'জন

বলে (বলিয়া), হয়ে (হইয়া), দুজন (দুইজন), চাল (চাউল), আল (আইল)

কোনো বর্ণের লোপ বোঝাতে আগে ঊর্ধ্ব-কমা (') ব্যবহারের চল ছিল।

যেমন: দু'জন।

এক্ষেত্রে মূল শব্দ 'দুইজন'-এর 'ই' বর্ণটির লোপ হয়েছে বোঝাতে 'ই' স্থানে ঊর্ধ্ব-কমা ব্যবহার করা হতো।

কিন্তু আধুনিককালে কোনো শব্দের বাংলা বানানে ঊর্ধ্ব-কমা (') ব্যবহার করা যাবে না।

যেমন: দুজন (দু'জন- লেখা যাবে না), পাঁচশো (পাঁচশ'- লেখা যাবে না), মায়ের (মা'র- লেখা যাবে না)।

সমাসবদ্ধ পদ

বিলাত ফেরত, রাজ পুত্র, মধু মাখা

সমাসবদ্ধ পদগুলি যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে।

যেমন: বিলাতফেরত, রাজপুত্র, মধুমাখা

বিশেষণ পদ

ভালোদিন, লালগোলাপ, সুগন্ধফুল, সুনীলআকাশ

ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুগন্ধ ফুল, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না

না-বাচক শব্দ

করি না, কিন্তু করিনি।

না

নি

না-বাচক না এবং নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ ‘না’ উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ ‘না’ উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

নাবালাক, নারাজ, নাহক

অধিকন্তু অর্থে ‘ও’

আজো আমারো কালো

আজও, আমারও, কালও, তোমারও।

অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত ‘ও’ প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে।

নিশ্চয়ার্থক ‘ই’

নিশ্চয়ার্থক ‘ই’ শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন:

আজই, এখনই

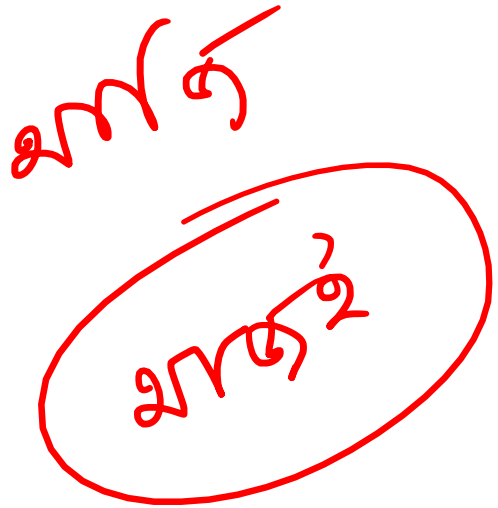

‘বেশি’ এবং ‘বেশী’

‘বহু’, ‘অনেক’ অর্থে ব্যবহার হবে ‘বেশি’।

শব্দের শেষে ‘বেশী’ ব্যবহার হবে।

যেমন: ছদ্মবেশী, প্রতিবেশী অর্থে

অসুস্ত/অসুস্থ মুখস্ত/মুখস্থ

স্থ ও স্ত

ঠিক আছে?

কণ্ঠস্থ, মুখস্থ, ঠোঁটস্ত,

বাধাগ্রস্থ, ক্ষতিগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্থ

P2A

পদের শেষে

‘গ্রস্থ’ নয় ‘গ্রস্ত’ হবে

যেমন: নেশাগ্রস্ত, দুর্দশাগ্রস্ত, বাধাগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত ইত্যাদি।

অর্থবোধক শব্দ হলে শেষে ‘স্থ’ (স+থ) হবে

- কণ্ঠস্থ, মুখস্থ, ঠোঁটস্থ, কায়স্থ, গৃহস্থ, মধ্যস্থ, মনস্থ, অসুস্থ, তটস্থ, নিকটস্থ, দ্বারস্থ, অন্তঃস্থ, আত্মস্থ, গর্ভস্থ, ভূগর্ভস্থ, ধাতস্থ, সমাধিস্থ, দুরস্থ, বক্ষস্থ, দুঃস্থ/দুস্থ, প্রস্থ

অর্থবোধক শব্দ না হলে 'স্ত' (স+ত) হবে

অস্ত, আশ্বস্ত, প্রস্ত, নিরস্ত, ন্যস্ত, ব্যস্ত, বিধ্বস্ত, অভ্যস্ত, বিপর্যস্ত, পরাস্ত, প্রশস্ত, সমস্ত, বিশ্বস্ত।

ভুত/ভূত

অদ্ভুত বানানে উ-কার হবে।

এ ছাড়া সকল ভূতে ঊ-কার হবে।

যেমন: ভূত, অভূত, প্রভূত, বিভূতি, ভস্মীভূত, বহির্ভূত, ভূতপূর্ব, ভূতুড়ে, ইত্যাদি

P2A

হীরা

হীরা, হীরক, নীল, সুনীল, নীলক, নীলিমা ইত্যাদি।

হীরা ও নীল অর্থে সকল বানানে ঈ-কার হবে।

ঈ, ঈয়, অনীয় প্রত্যয় যোগ ঈ-কার হবে।

যেমন: জাতীয় (জাতি), দেশীয় (দেশি), পানীয় (পানি), জলীয়, স্থানীয়, স্মরণীয়, বরণীয়, গোপনীয়, ভারতীয়, মাননীয়, বায়বীয়, প্রয়োজনীয়, পালনীয়, তুলনীয়, শোচনীয়, রাজকীয়, লক্ষণীয়, করণীয়।

সরকারী, পাইকারী, সহকারী ??

যেমন: সহকারী, আবেদনকারী, ছিনতাইকারী, পথচারী, কর্মচারী, উপকারী, অপকারী ইত্যাদি।

ব্যক্তিবাচক হলে 'কারী'তে (আরী) ঈ-কার হবে।

যেমন: সরকারি, দরকারি, তরকারি, পাইকারি ইত্যাদি।

প্রমিত বানানে শব্দের শেষে ঈ-কার (প্রত্যয়যুক্ত) থাকলে ‘গণ’ যোগে ই-কার হয়।

সহকারী>সহকারিগণ,

কর্মচারী>কর্মচারিগণ,

কর্মী>কর্মিগণ,

আবেদনকারী>আবেদনকারিগণ

প্রশ্নোত্তর পর্ব
(৪১ বিসিএস)

কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. মনোকষ্ট

খ. মনঃকষ্ট

গ. মণকষ্ট

ঘ. মনকস্ট

শব্দ মধ্যে বিসর্গ (ঃ) নির্ণয়

মনঃকষ্ট = মনঃ + কষ্ট

দুঃখ = দুঃ + খ

অতঃপর = অতঃ + পর

নিঃসঙ্গ = নিঃ + সঙ্গ

নিঃশর্ত = নিঃ + শর্ত

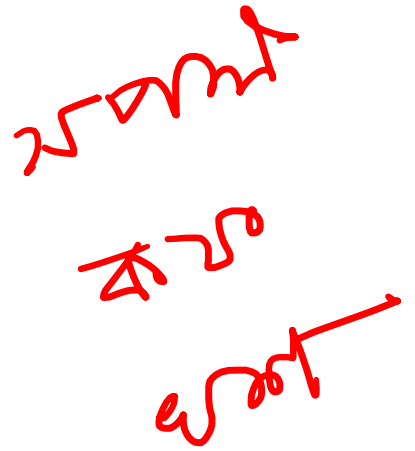

P2A

শব্দ মধ্যে বিসর্গ (ঃ) নির্ণয়ের কৌশল

সাধারণত শব্দ মধ্যে বিসর্গ হয় না, তবে যদি শব্দটি সন্ধিসাধিত হয় এবং সন্ধি বিচ্ছেদের পরবর্তী শব্দের প্রথম বর্ণ ক/খ/প/ফ/শ/স/ক্ষ এই ৭টির যেকোনো একটি বর্ণ থাকে, তাহলে তার পূর্বে বিসর্গ (ঃ) লোপ পায় না কিংবা হয়।

যেমন: মনঃশান্তি।

সন্ধি-বিচ্ছেদ মনঃশান্তি = মনঃ + শান্তি।

এখানে সন্ধি-বিচ্ছেদের পরবর্তী শব্দ 'শান্তি' যার প্রথম বর্ণ 'শ' আছে।

তাই এখানে বিসর্গ হয়েছে বা লোপ পায়নি।

অনুরূপভাবে, মনঃপ্রাণ = মনঃ + প্রাণ । (প)

শব্দ মধ্যে বিসর্গ (ঃ) নির্ণয়ের কৌশল

মনঃক্ষুণ্ণ, মনঃপ্রাণ, মনঃপীড়া, মনঃসংযোগ

অন্তঃকোণ, অন্তঃকরণ, অন্তঃপুর, অন্তঃকলহ

ইতঃপর, ইতঃপূর্বে

নিঃশ্বাস নিঃশেষ নিঃস্ব নিঃস্তব্ধ/নিস্তব্ধ নিঃশর্ত, নিঃস্পৃহ/নিস্পৃহ, নিঃসঙ্গ, নিঃসন্তান, নিঃসংকোচ

প্রাতঃকাল, পুনঃপুন, পুনঃপ্রচার

বহিঃপ্রকাশ, বয়ঃসন্ধি

স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত

শিরঃপীড়া, গলাধঃকরণ

নির্দোষী, নির্বিরোধী, নিরপরাধী

- দোষী - নির্দোষ (~~নির্দোষী~~)
- অহংকারী - নিরহংকার (~~নিরহংকারী~~)
- অপরাধী – নিরপরাধ (~~নিরপরাধী~~)
- অভিমানী – নিরভিমান (~~নিরভিমানী~~)
- বিরোধী – নির্বিরোধ (~~নির্বিরোধী~~)
- জ্ঞানী – নিজ্ঞান (~~নিজ্ঞানী~~) ইত্যাদি

দোষ → দোষী

ইন্-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সাধারণত বিশেষণ গঠিত হয়ে থাকে।

কিন্তু নিঃ/নির্ উপসর্গযোগে সমাসবদ্ধ হলে এরূপ শব্দের শেষের ঈ-কার হবে না।

অপরাধ → অপরাধী

কিছু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে একাধিক শব্দরূপ দেখা যায়।

- সুকেশ - সুকেশী, সুকেশা, সুকেশিনী
- হেমাঙ্গ - হেমাঙ্গী, হেমাঙ্গা, হেমাঙ্গিনী
- কৃশোদর - কৃশোদরী, কৃশোদরা
- সুকণ্ঠ - সুকণ্ঠী, সুকণ্ঠা
- চন্দ্রমুখ - চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখা
- চন্দ্রবদন - চন্দ্রাবদনী, চন্দ্রবদনা
- মৃগনয়ন - মৃগনয়নী, মৃগনয়না
- সুনয়ন - সুনয়নী, সুনয়না

সম্ভাষণে এষু/আসু

- কল্যাণীয়েসু,
- কল্যাণবরেসু,
- কল্যাণীয়াষু ,
- সুচরিতাষু

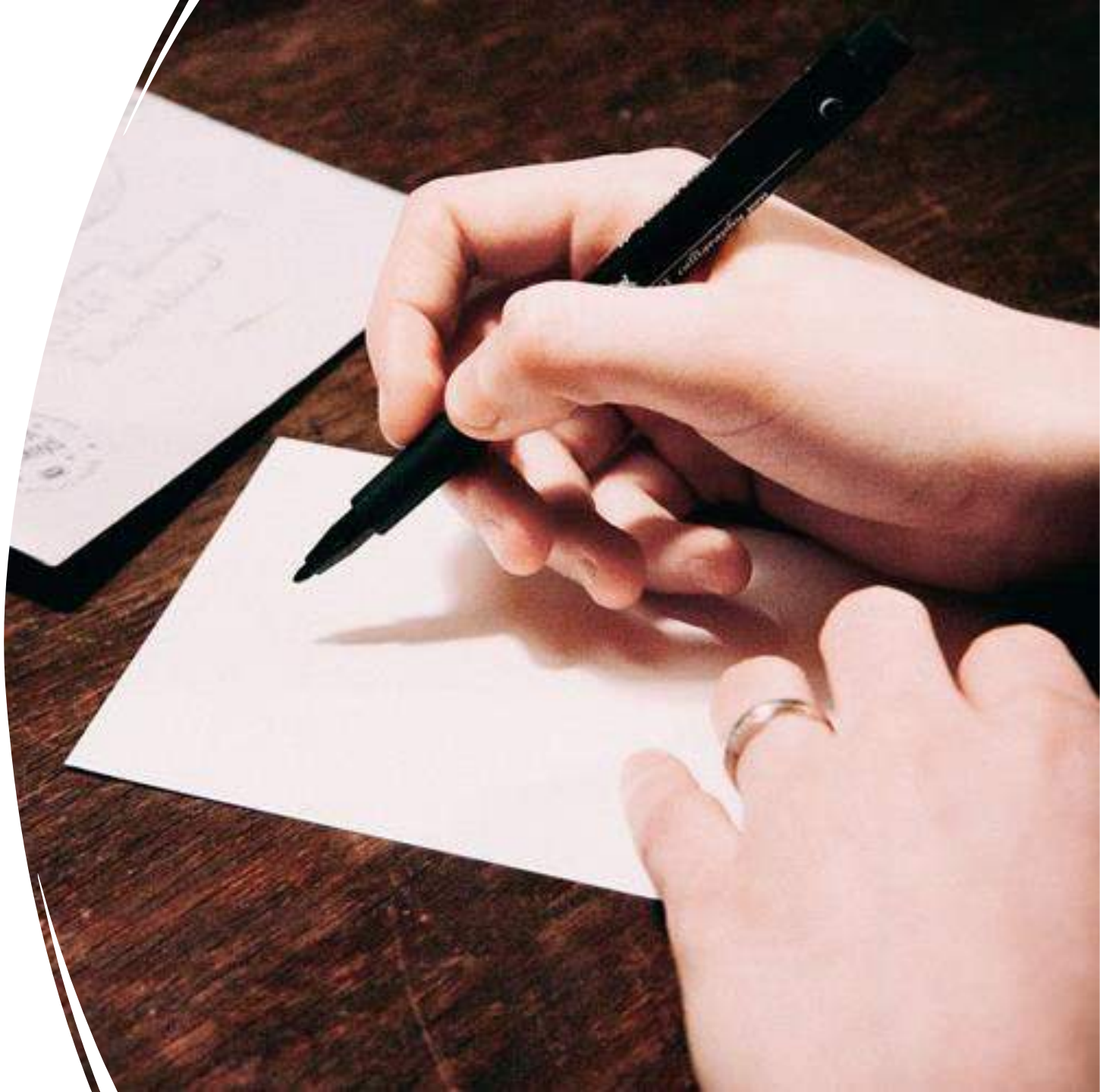

পুরুষবাচক সম্ভাষণে শেষে এ-কারের পরে 'ষ' হবে।

কল্যাণীয়েষু, কল্যাণবরেষু, প্রীতিভাজনেষু, প্রিয়বরেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, সুচরিতেষু, সুহৃদবরেষু, কল্যাণীয়বরেষু, প্রিয়ভাজনেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, বন্ধুবরেষু, শ্রীচরণেষু, সুজনেষু, স্নেহাস্পদেষু

স্ত্রীবাচক সম্ভাষণে শেষে আ-কারের পরে ‘স্’ হবে

যেমন: কল্যাণীয়াসু , সুচরিতাসু, শ্রদ্ধাস্পদাসু,

পূজণীয়াসু, মাননীয়াসু, সুপ্রিয়াসু।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

কোনটি ভুল?

a) অভ্যন্তর

b) আভ্যন্তর

c) আভ্যন্তরিক

d) অভ্যন্তরীণ

শুদ্ধ

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

অভ্যন্তর, আভ্যন্তরিক, আভ্যন্তর, অভ্যন্তরীণ

প্রশ্নোত্তর পর্ব

কোনটি শুদ্ধ?

a) অভ্যন্তরিন

b) আভ্যন্তরিন

c) আভ্যন্তর

d) অভ্যন্তরীক

প্রশ্নোত্তর পর্ব

কোনটি ভুল? ✗

a) ঔষধ

b) ঔষধি

c) ওষধি

d) ওষুধ

শুদ্ধ

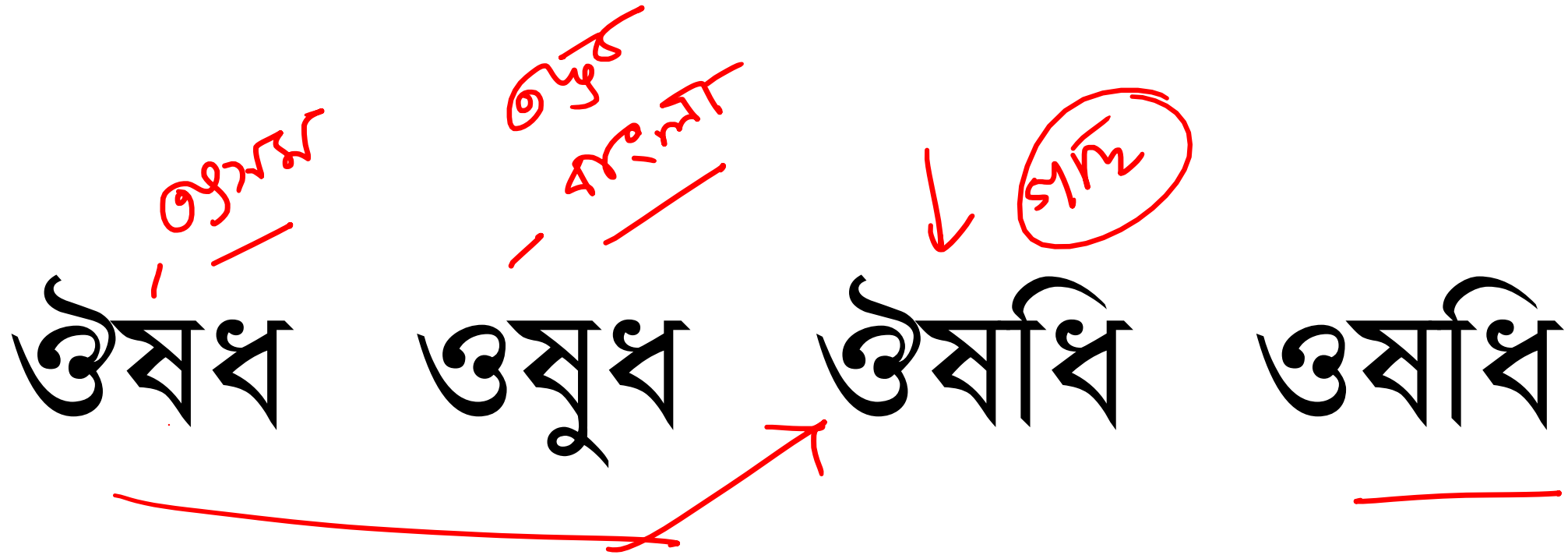
ঔষধ
ওষুধ
ঔষধি
ওষধি

ঔষধ, ওষুধ, ঔষধি, ওষধি (শুদ্ধ)

- 'ঔষধ' শব্দটি তৎসম শব্দ যার অর্থ রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের জন্য প্রযুক্ত দ্রব্যাদি। সমার্থক শব্দ ওষুধ।
- 'ঔষধি' শব্দটি বাংলা শব্দ যার অর্থ যে সকল গাছগাছড়া থেকে ওষুধ/ ঔষধ তৈরি হয়।
- 'ওষধি' শব্দটি তৎসম শব্দ যার অর্থ একবার ফল দিয়েই মরে যায় এমন উদ্ভিদ।
- 'ওষুধ' বাংলা শব্দ যার অর্থ রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের জন্য প্রযুক্ত দ্রব্যাদি। সমার্থক শব্দ 'ঔষধ'।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

কোনটি শুদ্ধ?

a) আমসত্ত

b) অন্তঃসত্ত্বা

c) সত্তেও

d) স্বত্ত্বেও

স্বত্ব, সত্ত্ব, সত্তা

স্বত্ব; সত্ত্ব; সত্তা— দ্বিধা?? (অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)

স্বত্ব: (স্ব+ত্ব) 'স্ব-নিজের (বিশেষণ) +'ত্ব ' প্রত্যয় (বিশেষ্য
অর্থ-নিজত্ব, নিজের অধিকার যেখানে আছে এমন মালিকানাস্বত্ব, স্বত্বাধিকারী

সত্ত্ব: (সৎ+ত্ব) ৎ আর ত সন্ধির ফলে ত্ত হয়েছে।
'সৎ' শব্দের অর্থহচ্ছে 'বিদ্যমান'। 'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা।
অন্তঃসত্ত্বা
'সত্ত্বেও'
সত্ত্বেও (অর্থাৎ নিষেধ বিদ্যমান থাকতেও) এ কাজ করলে কেন?

সত্তা: (সৎ+তা) 'সৎ' শব্দের অর্থ যে 'বিদ্যমান' তা তো আগেই বলা হয়েছে; 'তা' প্রত্যয়টি হলো বিশেষ্যে রূপান্তরিত হওয়ার চিহ্ন। যেমন: সত্তা হারিয়ে ফেলা।

'সত্তা এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং অন্তরের বিষয়। তাই ব্যক্তি, প্রাণ, অস্তিত্ব, স্থিতি, বিদ্যমানতা, নিত্যতা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে সত্তা লিখতে হবে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

কোনটি শুদ্ধ?

a) ব্যখ্যা

b) ব্যধি

c) ব্যায়

d) ব্যর্থ

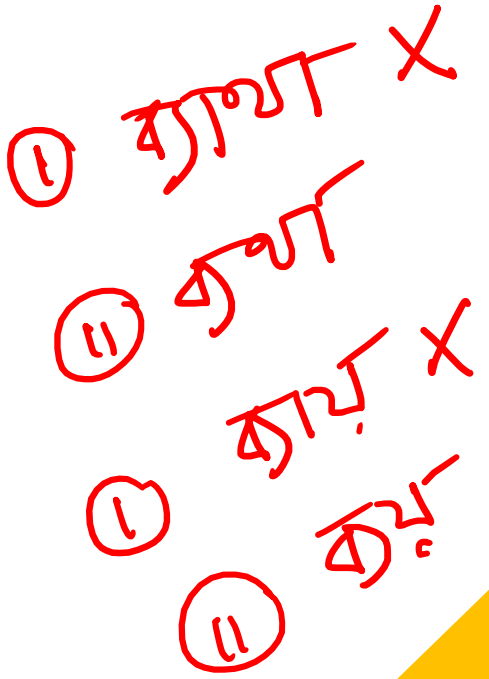

P2A

'ব্য' ও 'ব্যা' এবং য-ফলার পরে আ-কার হবে কিনা, তা নির্ণয়ের কৌশল

- সন্ধিবদ্ধ শব্দে য-ফলা থাকে তাহলে তার বিচ্ছেদে সেই য-ফলা'র স্থলে ই-কার হয় এবং পরের অংশে সাধারণত অর্থবোধক শব্দ হয়।
- **নিয়মের শর্টকাট: য-ফলা =ই-কার + অর্থবোধক শব্দ ।**

'ব্য' ও 'ব্যা' এবং য-ফলার পরে আ-কার হবে কিনা, তা নির্ণয়ের কৌশল

- ব্যাখ্যা/ব্যখ্যা
- ব্যাহত/ব্যহত
- অত্যন্ত/অত্যান্ত
- অত্যধিক/অত্যাধিক
- ব্যর্থ/ব্যার্থ

- ব্যাগ্র/ব্যগ্র
- ব্যস্ত/ব্যাস্ত
- ব্যাকুল/ব্যকুল
- ব্যাহার/আহার
- ব্যাতীত/ব্যতীত

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- পৈত্রিক - পৈতৃক
- সান্ত্বনা, স্বান্তনা - সান্ত্বনা
- অংশিদার - অংশীদার
- পুণর্বাসন - পুনর্বাসন
- পুন্যাহ - পুণ্যাহ
- সুষ্ঠ - সুষ্ঠু

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- সম্বর্ধনা – সংবর্ধনা
- আপোষ – আপস
- চত্তর, চত্ত্বর – চত্বর
- চুড়ান্ত – চূড়ান্ত
- শষ্য – শস্য
- সুপারিস - সুপারিশ

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- জ্বাজ্বল্যমান - জাজ্বল্যমান
- আগমনী - আগমনি
- ভুমি - ভূমি
- দ্বন্দ - দ্বন্দ্ব
- নুতন - নূতন
- ভূড়িওয়ালা - ভুঁড়িওয়ালা

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- অতিত – অতীত
- কৌতুহল – কৌতূহল
- সূচীপত্র – সূচিপত্র
- কিম্বদন্তী, কিম্বদন্তি – কিংবদন্তি
- বিদ্যান – বিদ্বান
- চুষ্য - চূষ্য/ চোষ

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- অসুয়া – অসূয়া
- অধঃস্তন – অধস্তন
- সন্যাসী – সন্ন্যাসী
- অহঃরাত্র – অহোরাত্র
- স্বামীগৃহ – গৃহস্বামী
- মরূভূমি - মরুভূমি

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- নুপুর- নূপুর
- নৃশংশ – নৃশংস
- ভুরিভুরি – ভূরিভুরি
- স্বরস্বতী, স্বরসতী – সরস্বতী
- শ্বশান - শ্মশান
- সূচী - সূচি

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- অন্তরীণ- অন্তরিন
- বিদুষি, বিদূষী - বিদুষী
- জরুরী - জরুরি
- মহত্ব, মহত্ত - মহন্ত (মহৎ + ত্ব)
- সম্মানীয় - সম্মাননীয়
- খুন্নিবৃত্তি - ক্ষুন্নিবৃত্তি

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- সম্বলিত – সংবলিত
- স্বস্ত্রীক – সস্ত্রীক
- মরুদ্যান – মরূদ্যান
- মনস্তত্ত – মনস্তত্ত্ব
- কটুক্তি – কটূক্তি
- ঘূর্ণিয়মান - ঘূর্ণ্যমান, ঘূর্ণায়মান

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- খেলোয়ার - খেলোয়াড়
- কচিৎ - ক্বচিৎ
- নবীণ - নবীন
- সৌষ্ঠ্যব - সৌষ্ঠব
- উপরোক্ত - উপরিউক্ত, উপর্যুক্ত
- উল্লেখিত - উল্লিখিত

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- গ্রীণ হাউজ - গ্রিন হাউস
- বুহ্য - বূহ্য
- অমাবশ্যা - অমাবস্যা
- অজ্ঞত - অজ্ঞাত
- অহর্নিশি - অহর্নিশ
- অনাথিনী - অনাথা

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- ইয়ত্ত্বা - ইয়ত্তা
- উস্মুখ - উন্মুখ
- ইন্দ্রীয়, ঈন্দ্রীয় - ইন্দ্রিয়
- ঐরাবৎ - ঐরাবত
- কালীদাস - কালিদাস
- কনিষ্ট, কনিষ্ঠতম - কনিষ্ঠ

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- গ্রাহ্যযোগ্য - গ্রাহ্য, গ্রহণযোগ্য
- সলীল - সলিল
- জ্ঞানভুষিত - জ্ঞানভূষিত
- জলজ্বল - জ্বলজ্বল
- শূণ্য, শুণ্য - শূন্য
- অনুর্ধ্ব - অনূর্ধ্ব

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- মধুসুদন - মধুসূদন
- বিকেন্দ্রিকরণ - বিকেন্দ্রীকরণ
- কুৎসিৎ - কুৎসিত
- শশীভূষণ - শশিভূষণ
- সুচিস্মিতা - শুচিস্মিতা
- ষান্মাষিক, ষান্মাসিক - ষাণ্মাসিক

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- শ্বাশুড়ি - শাশুড়ি
- উশৃঙ্খল - উচ্ছৃঙ্খল
- মানুষ্য - মনুষ্যত্ব, মনুষ্য
- কুম্ভীলক - কুম্ভিলক
- উপলক্ষ - উপলক্ষ্য
- অষ্টাধ্যায়ী - অষ্টাধ্যায়ী

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

উচ্ছ্বল - উচ্ছল

এক্ষুণি - এক্ষুনি

শ্বাশত - শাশ্বত

নিরব - নীরব (নিঃ + রব)

গার্হস্থ - গার্হস্থ্য

গড্ডালিকা - গড্ডলিকা

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- উচিৎ - উচিত
- গোষ্টি - গোষ্ঠী
- জ্বরাজীর্ণ - জরাজীর্ণ
- উচ্ছাস - উচ্ছ্বাস
- কণক - কনক
- সুস্থ্য - সুস্থ

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

সমীরন - সমীরণ

অনূকুল - অনুকূল

আশির্বাদ - আশীর্বাদ

অহোরাত্রি - অহোরাত্র

উৎকর্ষতা - উৎকর্ষ, উৎকৃষ্টতা

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- উহ্য - ঊহ্য, উহ্য
- উর্ধ্ব, ঊর্ধ - ঊর্ধ্ব
- ক্ষচিত - খচিত
- একান্নবর্তি - একান্নবর্তী
- গ্রহীত - গৃহীত
- চলমান - চলৎ, চলন্ত

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- সমাধী - সমাধি
- জৈষ্ঠ্য - জ্যৈষ্ঠ (বাংলা মাস)
- জোতিষ - জ্যোতিষ
- পূণ্য, পুন্য - পুণ্য
- ভবিষ্যৎবাণী - ভবিষ্যদ্বাণী
- ভীতূ, ভিতু - ভীতু

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- যশইচ্ছ, যশঃইচ্ছা - যশেচ্ছা, যশইচ্ছা
- লক্ষ্মী - লক্ষ্মী
- সমতূল্য - সমতুল্য
- সুস্রী, সুশ্রি - সুশ্রী
- সমভিব্যহারে - সমভিব্যাহারে
- গোধুলি - গোধূলি

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- আড়ষ্ঠ - আড়ষ্ট
- উত্তরসুরি - উত্তরসূরী
- জোতির্ময় - জ্যোতির্ময়
- কাঁচ - কাচ
- মুলত - মূলত
- প্রজ্জ্বলন - প্রজ্বলন

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- এতদ্বারা - এতদ্দ্বারা
- নিষ্কন - নিষ্কণ
- ঘুর্নি - ঘূর্ণি
- কেন্দ্রিয় - কেন্দ্রীয়
- কোনক্রমে - কোনোক্রমে
- তফাৎ - তফাত

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- নগন্য - নগণ্য
- উজ্জল - উজ্জ্বল
- উত্যক্ত - উত্ত্যক্ত
- বিদ্রূপ - বিদ্রুপ
- স্বাস্থ - স্বাস্থ্য
- অকুল - অকূল

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- আহরিত - আহৃত
- অগ্রসরমান - অগ্রসর
- অধিনী - অধীনা
- উপরিপরি - উপর্যুক্তি
- উচ্ছন্ন - উৎসন্ন
- ঊর্মি, উর্মী - ঊর্মি

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- কিম্বা - কিংবা
- ক্ষুৎপীড়িৎ - ক্ষুৎপীড়িত
- গগণ - গগন
- ঝঞ্জাট, বাঞ্ছাট - ঝঞ্ঝাট
- জেষ্ঠ্য - জ্যেষ্ঠ (অগ্রজ)
- ঝঙ্কার - ঝংকার

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- রাণী, রানী - রানি
- অনুদিত - অনূদিত
- বিস্তৃতি - বিশ্রুতি
- লক্ষ্যণীয় - লক্ষণীয়
- ব্যাকূল - ব্যাকুল
- স্বচ্ছল - সচ্ছল, সচ্ছলতা

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- সুদন - সূদন
- সারথী - সারথি
- সনাক্ত - শনাক্ত
- অপব্যায় - অপব্যয়
- পরিপক্ক - পরিপক্ক
- সতি - সতী

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- কৌতূক - কৌতুক
- আনবিক - আণবিক
- উৎকেন্দ্রীক - উৎকেন্দ্রিক
- কর্নধার - কর্ণধার

বি + ঘস্ (অদ্)

ইন্ধ

নৈর্ঘ্যত

ঘাস

কঃ

(১)

(৷)

(॥)

(১)

(৩)

(৷৷৷)